পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

রাজা বাহাদুর।

(সং—রং)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

(বড়দিন—খৃঃ ১৮৯১)

লকাতা, ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ষ্টারথিয়েটার হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা,

৬ নং ভীম ঘোষের লেন

গ্রেট ইডিন্ প্রেস,

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৫।

ল্য ।০ আনা।] [ডাকমাশুল ৵১০ অর্দ্ধ আনা।

সঙের তালিকা।

গণিক্যধন (মণ্ডল) রায় ...	সামান্য সম্পত্তিবিশিষ্ট মূর্খ বেয়াক্কেল জমীদার।
মাণিক্যধন মণ্ডল ...	... গণিক্যর সাবেক পিতা।
ব্লকম্যান ফিশ্ ...	... দুর্দ্দশাপন্ন সাহেব।
কালাচাঁদ ...	... সহুরে তুখোড় লোক।
বাঁশীমোহন কীর্ত্তিবাস প্রভৃতি } ...	মোসাহেবগণ।
ভট্টাচার্য্য ...	... সভাপণ্ডিত।
মিঞাজান ...	... খানসামা।
পোকারাম ...	... ভৃত্য।

সহরের ভণ্ডগণ, জেলে, জেলেনী, শুঁড়ী, ফুলওয়ালা, ফুলওয়ালী, ধোপানী, বেদানাওয়ালা, ভিস্তি, মেথরাণী, ফোড়ে, মেছুনীগণ, গণিক্যর দেশীয় স্ত্রীলোকগণ, দরওয়ান, বরকন্দাজ।

কালিন্দী ...	... কালাচাঁদের স্ত্রী।
মনসাঠাকরুণ ...	... গণিক্যর স্ত্রী।
পাঁচকড়ি ...	... বাইজী।

রাজা বাহাদুর।

প্রথম দৃশ্য।

আড্ডাবাড়ীর বারাণ্ডা।

ভণ্ডবেশধারী নরনারীগণ।

(গীত)

চল চল যুগলে যুগলে যাই।
শিকার ঢুঁরিয়ে ফিরি হে সবাই॥
পালে পালে পালে, রকমারি চালে,
পশুর কসুর সহরেতে নাই।
দুর্ভিক্ষের দান, ধর্ম্মদীক্ষা ভাণ,
চোকা চোকা বাণ তূণেতে ম্যালাই॥
টাইটেল ভোলে, দেখি কেবা ভোলে, হাঃহাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
ভাই ভগ্নী মিলে খুঁজিয়ে বেড়াই॥
দেশ দুঃখে কেঁদে, চাঁদা ফাঁদ ফেঁদে, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ!
দে দে দে দে করে ঘরে ঘরে ধাই॥
বীরদাপে রুকে, চল বুক ঠুকে,
উদরের দুঃখে বড় খাই ভাই।
চল শিকার চাই হে শিকার চাই॥

[সকলের প্রস্থান।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। চুনোপুঁটী, চুনোপুঁটী! ভারি সেজেগুজে সব বাবা শিকারে যাচ্ছ, পাবে চুনোপুঁটী চুনোপুঁটী; সেজেছ গুজেছ মন্দ নয়, কিন্তু ওতে আর কিছু হয়না বাবা, সব পুরোণ হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের চাঁদা—পথে পথে কাঁদা, বিজ্ঞাপনের খরচ কুলোয় না; ধর্ম্মপ্রচার—একসন্ধ্যা আহার জোটা ভার, জয়রাধাকৃষ্ণই বল, আর শান্তিঃ শান্তিঃই বল, বাড়ীতে ঢুকলে বাবা সব ঘটী বাটী সামলায়; ওলাউঠা, মারীভয়, জলপ্লাবন—আমরা এককালে ঢের করেছি, এখন আর ওসবে কুলোয় না; চোগা ঝুলিয়ে তুড়িলাফ মেরেও দেখা গেছে, দাড়ী রেখে চস্‌মাও পরা গেছে, গেরুয়া রুদ্রাক্ষের ভিট্‌কেল্‌মিও করা গেছে, কোন দিন একসন্ধ্যা, কোন দিন একাদশী; কালাচাঁদ মাষ্টার আর ধানে যাচ্চে না, মারিতো হাতী, লুটিতো ভাণ্ডার, চুনোপুঁটীতে আর নেই। জমীদার-খুড়োকে রাজা হবার জন্যে যে রকম নাচন্ নাচিয়েছি, আর এদিকে ফিশ্ সাহেব হাতে আছে, এবার কিছু গুছিয়ে বসছিই বসছি।

(কালিন্দীর প্রবেশ)

কালিন্দী। ঐ গেল—ঐ গেল, সব শিকারে বেরিয়ে গেল!

কালা। গেল গেলই।

কালিন্দী। আর তুমি বসে বসে দেখছ?

কালা। এইবার প্রিয়ে মিছে কথা কয়েছ, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।

কালিন্দী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তো পেট চলবে কেমন করে?

কালা। পেট চলবার জন্যে ভাবনা কি? যে রকম বাজার

ভাও পড়েছে, আপনা আপনিই চলতে পারে, নেহাৎ না হয় ছটাকখানেক ক্যাষ্টর অয়েল খেলেই রীতিমত চলবে।

কালিন্দী। নাও ঠাট্টা রেখে দাও, তুমি কোন কাজের নও।

কালা। ছি প্রিয়ে, স্ত্রীর মুখে ও কথা স্বামীর পক্ষে বড় বদনাম, তুমি একেবারে আমার পসার মাটি করবে নাকি?

কালিন্দী। ওরা সব জোড়ে জোড়ে গেল, কত শিকার ধরবে, কত টাকা পাবে, আর তুমি কিছু করছো না; চল আমরাও দুজনে শিকার খুঁজতে যাই।

কালা। চাঁদবদনী ভগিনি!—ঐটে মাফ করতে হবে, তোমায় নিয়ে আমার শিকারে যাবার ভরসা হয় না।

কালিন্দী। কেন, আমি কি তোমার ঘাড়ে পড়বো?

কালা। বলি আমার ঘাড়েতো পড়েই আছ, সে ভয় করিনা, যদি আর কারুর ঘাড়ে পড়—

কালিন্দী। ছি ভ্রাতঃ প্রাণনাথ! তোমার এখনও কুসংস্কার?

কালা। কি জান ভগ্নি, সংসার-সংস্কার বিশেষ অবগত আছি, তাই প্রিয়ে, স্ত্রীকে বাজারে বা'র করা সম্বন্ধে একটু কুসংস্কার এখনও আছে।

কালিন্দী। প্রাণনাথ! আমি তেমন নই।

কালা। এখনতো তেমন নয়, কিন্তু তেমন তেমন হ'লে কেমন হয় তা' কি বলা যায়। দেখ, এই যে সব ঠাকুর-ঠাকরুণরা জোড়ে জোড়ে শিকারে বেরুলেন, ও ছিপে মাছ ধরা, ওতে আমি বড় রাজী নয়; মাগ টোপ্ ফেলে যে মাছ ধরতে যায়, তার অনেক সময়েই মাছে টোপ্‌টী ঠুক্‌রে পালিয়ে যায়, আর গাঁথতে পারলেও টোপটুকু নিশ্চয়ই মারা যায়। আমি জালের শিকার

বুঝি ভাল, যা পেলুম সাফ টেনে নিলুম। তুমি কিছু ভেবনা, আমি যে জাল ফেলে এসেছি, চুনোপুঁটী নয়, একেবারে দেড়মণই কাৎলা গ্রেপ্তার হবে।

কালিন্দী। কি রকম? কি রকম?

কালা। মফঃস্বল থেকে এক জমীদার আমদানী হয়েছে, তাঁর সঙ্গে জুটে তাঁকে রাজা খেতাব দেয়া'ব বলেছি; এদিকে আমার কাছে সেই যে মাতাল সাহেবটা আসতো, তাকে একটা বড়সাহেব সাজাব ঠিক করেছি, একেবারে কিছু মাল করে বসছি।

কালিন্দী। বল কি ভ্রাতঃ! কোন হাঙ্গাম হবেনা তো?

কালা। রামচন্দ্র! আমি কি তেমন কাজে হাত দিই প্রিয়ে, একি আর একটা জমীদারের মত জমীদার; মফঃস্বলে দেড় কাঠা ভুঁই থাকলেই কলকেতায় এসে অনেকে জমীদার হয়, এ সেই গোছ; দেখেছে বড় বড় জমীদারদের গবর্ণমেণ্ট মান্য করে খেতাব টেতাব দেন, এও তাই খেপেছে, "অ্যাং যায় ব্যাং যায়, খল্‌সেবুড়ী বলে আমিও যাই।" একে কেউ চিনেওনা শোনেওনা, একটা হাবাতে।

কালিন্দী। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! আত্মাবল্লভ!

কালা। ভগিনি! সহধর্ম্মিণি! হৃদয়রঞ্জিনি! কালিন্দী-কল্লোলিনি!

কালিন্দী। ভ্রাতঃ, প্রেম দাও প্রেম দাও!

কালা। ভগিনি, আঁচল পাত আঁচল পাত!

কালিন্দী। প্রিয় ভ্রাতঃ প্রাণপতি কি দিবে আমায়?

কালা। চল প্রিয়ে, প্রেম দিব ধামায় ধামায়!

নেপথ্যে। মাষ্টরবাবু বাসায়?

কালা। যাও যাও কালিন্দী তুমি সরে যাও, জমীদারখুড়ো বুঝি এসেছে।

কালিন্দী। কেন ভ্রাতঃ সরে যাব, আমিতো স্ত্রী-স্বাধীনতা পেয়েছি, পরপুরুষের কাছে আর আমার লজ্জা কি?

কালা। ওরে বাপু প্রিয়ে, তোকে বোঝাব কত? স্বাধীনতা টতা এখন থো কর, মেয়েমানুষ সম্বন্ধে জমীদারখুড়ো আমার রাঘববোয়াল, মফঃস্বলে বিস্তর গেরস্তর মেয়েকে স্বাধীন করে ফেলেছেন। ভগিনি তুমি আমার সবে-ধন-নীলমণি, তোমায় কিছু বেশীরকম স্বাধীন কোরলে দীন হীন অধীনের গলায় কাচা উঠ্‌বে।

কালিন্দী। ধিক প্রাণনাথ! আজও তোমার কুসংস্কার গেল না?

কালা। ও বাপু প্রাণেশ্বরি ক্ষমা দাও, আমার কুসংস্কার সুসংস্কার সব গরজ বুঝে, এখন একটু গা ঢাকা হও।

(মাণিক্য ও বাঁশীমোহনের প্রবেশ)

বাঁশী। মাষ্টর বাবু, শ্রীযুৎ আসছেন, স্বয়ং সশরীরে আসছেন।

মাণিক্য। বাঁশীমোহন ব্যাকুল, দরজা হতি ডাক পারাপারি করছিল; মাষ্টরের ঘর আমারই ঘর, এর আর ডাক পারাপারি খবরা খবরী কি? একেবারে আলাম।

কালা। আজ্ঞা আজ্ঞা, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়। (কালিন্দীর প্রতি) সরে যাও, সরে যাও।

মাণিক্য। ওঃ! মাষ্টর বাবুতো রগরে ছিলেন দেহি! তা মায়েমানুষরে সরাইছেন ক্যান? আমরাও না অয় দুটা আমোদ করলাম। ঐডী কেডা?

কালা। আজ্ঞা ও তা নয় তা নয়, উনি আমার ভগ্নী।

গাণিক্য। বগ্নী ? সহোদোরা ? আপনার বাপের বিটী ?

কালা। না না আমার স্ত্রী।

গাণিক্য। স্ত্রী ! কেমন কইলেন ? আপন বুহিনিরে বিয়া করছেন ?

কালা। (স্বগত) কি গেরো। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা এই—না না—ঐ ভগ্নী বলি—আমাদের ঐ দস্তুর আছে ; স্ত্রী, জানানা স্ত্রী নয়, স্বাধীন মেয়েমানুষ।

গাণিক্য। ওঃ তাই কন, স্বাদীন বত্তৃকা। বারতচন্দ্র লিখ্‌ছেন—

"কোলে বস্তা যার পতি আজ্ঞার অদীন।
স্বাদীন বত্তৃকা তায় কয় সুপ্রবীণ॥"

কালিন্দী। আপনি বুঝি ভ্রাতা নন, তাই আমায় চিনতে পারেননি, আমি সুসংস্কারাপন্না স্বাধীনা বিদ্যাবতী।

গাণিক্য। ওঃ তাই বলেন—

বিদ্যাবতী রোসোবতী স্বাদীন বত্তৃকা।
কলা গাছে দোলে ব্যাল সে নবপত্রিকা॥

কালা। যাক যাক, ওকে বাড়ীর ভেতর যেতে দিন।

গাণিক্য। বয় কি মাষ্টর বাবু ? আপনার মায়েলোক তো আর থাজুরে গুরের পাটালি নয়, যে আমি টপ্ করে গালে ফেলায়ে দিমু। বলেন স্বাদীন বত্তৃকা, আপনকার নাগরেরে দুটা সোহাগের কথা কন, রোসমুঞ্জরীতো আবৃত্তি করছেন, বোলেন—

"শুন শুন প্রাণনাথ, নিবেদি হে যোর হাত,
পূরিল সকল সাধ শ্যাষ কিছু রয় হে।
বাঁন্ধি দেহ মুক্তা ক্যাশ, বানাইয়ে দেহ ব্যাশ,
তুমি মোরে বালবাসো লোকে যেন কয় হে॥

দেখিয়া তোমার মুখ, অতুল অইল সুখ,
পাসরিনু যত দুখ আছিল যে বয় হে॥
যতকাল জীয়ে রই, তোমা ছারা যেন নই,
নিতান্ত করিয়ে কই মনে যেন রয় হে॥"

কালিন্দী। (জনান্তিকে কালাচাঁদের প্রতি) এ মুখপোড়া বড় অসভ্য, আমার স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝলে না, আমি চলে যাই।

[প্রস্থান।

কালা। হাঁ যাও যাও।

গাণিক্য। অঃ! মায়েমানুষ তো বর লাজুক দেহি, মাষ্টর বাবু বুঝি হালে বার করে আনছেন, অ্যাহন পোযমানে নাই?

কালা। আজ্ঞা না—ওর বিষয় আমি এর পরে বলবো। এখন মহারাজ বাহাদুর কেমন আছেন বলুন?

গাণিক্য। অঃ মাষ্টর মশা, আপনি যে অ্যাহনি আমারে মহারাজ বাহাদুর বলে সম্ভাষণ করছেন, গাছে না চরাইতেই কাদি হাতে ত্যান দেহি।

কালা। গাছে না চড়াইতেই কি মহারাজ? আমি যখন রয়েছি, তখন গাছে চড়াতো তুচ্ছ কথা আপনি লঙ্ক ডিঙ্গিয়েছেন মনে করুন।

গাণিক্য। সোনোন্দতো অ্যাহনও পাই নাই।

কালা। সে পাওয়াই; আমি সব ঠিক করেছি, আপনার ও দিকের ঠিকতো? মফঃস্বল থেকে টাকাটা এসে পৌঁছেছে তো?

গাণিক্য। কাল সন্ধ্যার পর লোক আসছে, সমস্ত মজুত।

কালা। তবে আপনি রাজা হয়েছেন।

গাণিক্য। রাজা অইমু?

কালা। হবেন।

গাণিক্য। বাশীমোহনের মনে কি লয়?

বাঁশী। রাজাতো রাজা, আপনি নবাব খাঞ্জাখাঁ অইবোন।

কালা। মহারাজ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; হাঁ ভাল কথা, আর একটা কাজ কর্ত্তে হচ্ছে, হাপ্‌সিগঞ্জের মেমেরা বড়দিনে *পেত্নীর নাচ নাচবে, তা'তে শ-দুই টাকা চাঁদা দিতে হবে।

গাণিক্য। চাদাতো বিস্তর দিলাম; বোজের চাদা, খানার চাদা, নাচের চাদা, হাডু-ডু-ডু খেল্‌বার চাদা, +সাতার-গরের চাদা।

কালা। এ চাঁদাটাও দিতে হবে, এই সময়ে ওক্তগাফিক সব কাগজে আপনার নামটা একবার বেরুন চাই।

বাশী। এই দফা উজুর মহারাজ কোন চাদা দিলি আমাগোর আমলাগোর দস্তরি কিঞ্চিৎ কাট্টিয়ে দিতি অইব।

গাণিকা। আর এক ব্যক্তি আজ আসছিল বাসায়, কয় শ্রীক্ষ্যাত্রে জগন্নাথের শ্রীমন্দির বগ্ন অইছে, আপনাকে কিছু সাহার্য্য কর্‌তি অইব।

কালা। আরে রাম রাম! একপয়সা দেবেন না, একপয়সা দেবেন না, ও জুচ্চুরি! আর ওতে লাভ কি? নাম বেরুবে? ইংরেজী কাগজে লিখবে? সাহেবরা খুসি হবে? খালি বাজে খালি বাজে।

গাণিকা। আচ্ছা আপনি কইছেন ও পেত্নী নাচের চাদাও দিমু, কিন্তু তৎপর হয়ে মহারাজ বাহাদুর লিখিত সোনোন্দটা অনাইয়ে ত্যান।

কালা। এবারকার সনন্দে শুধু রাজা লেখা থাকবে।

---

* Devil-dance. + Swiming-bath.

গাণিক্য। কিসের লেগে? মহারাজ বাহাদুর থাকবানা?

বাঁশী। আমরা মহারাজ বাহাদুর কইমু না?

কালা। ক্রমে—ক্রমে—এখন একেবারে সব খেতাব দেওয়া হয়না, সাল সাল কিস্তিবন্দি হয়। তা ভয় নেই সনন্দে রাজা থাকুক, পাঁচজনে আপনাকে মহারাজ বাহাদুর বলেই ডাকবে। এখন বাসার দিকে যাবেন কি? আমিও একবার জেলেদের দেখে যাই, সাহেবদের সওগাদের মাছের কি করলে।

গাণিক্য। অয় চলেন। রাজা অইমু, রাজা অইমু! বাঁশী-মোহনরে, এতদিনে গাণিক্যদনের জন্ম সফল অইল, রাজা অইল, রাজা অইল।

বাঁশী। রাজা অইলেন, রাজা অইলেন!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্করিণী।

জেলে ও জেলেনীগণ

(গীত)

সকলে। গেল গেল গেল গেল বেলে মাছটা পালিয়ে।

জেলেনী। জলে উলে খুব চলানটা গেলি জেলে চলিয়ে॥

জেলে। মিছে বকাসনেকো ভাই, অই রুই মাচ্ছে ঘাই,

জেলেনী। তোর হাল্কা কাঁটি ছোঁয়না মাটি, তাই মাছ পালাচ্ছে তলিয়ে॥

জেলেনী শোন্‌লো মাইতির মেয়ে, দ্যাখলো বেঁউতি বেয়ে,

চিঙ্গড়ী ফিঙ্গড়ী পড়ে যদি জালের ফাঁকে গলিয়ে॥

জেলেনী। তোর খ্যাপলা গেলেনা, তাই কাৎলা মেলেনা,
সকলে। আজ যা করেন মা মোচার্ছেঁচকি, বাবুর কপালে নেই কালিয়ে॥

জেলে। ও বৌ, খালি পাণামাথা সার হ'ল, দীঘি যে খালি, একটা চুনোপুঁটীও নেই, এত মাছ সব গেল কোথায়?

১ম জেলেনী। তুই মিনষে যেমন বোকা, এ সব যে ইংরেজ টোলার মাছ, গরমির সময় পাহাড়ে হাওয়া খেতে গেছে এখনও ফেরেনি।

জেলে। দূর পাগলি, মাছ জলে থাকে তার আবার গরম কি?

১ম জেলেনী। তুই কিছুই জানিসনে, মাছতো জলে থাকে, ইংরেজটোলার গেঁড়ি গুগলি পাঁকে থাকে, তাদেরও গরম হয়, ঠাকুরও দোলে ওঠেন তারাও পাহাড়ে ওঠে।

২য় জেলে। তা লয় তা লয়, এর ভেতর বোধ হয় কারচুপি আছে; আমি হক্‌সাহেবের বাজারে মাছ বেচি, আইন কানুন সব জানি, আমার কাছে সব শোন্, এ সব হাপিস পাড়ার মাছ, এদের সব ইন্‌কিম্ ট্যাক্‌স হয়েছে, তাই ধরে লিয়ে গেছে।

৩য় জেলে। ভাল বলেছিস মেজ-তালুই, কথাটা লাগলো বটেক্, ট্যাক্‌সর জন্মে ধরে লেগেছেই বটে, দেখছি খানকতক আঁস ছাড়িয়ে তবে ছেড়ে দেবে, কিছু হাল্কা হয়ে পড়বে দেখছি।

১ম জেলেনী। দাদাশ্বশুর তার জন্মে ভেবনা, হাল্কা হয় আমি জল বালি ভরে দাঁড়িতে চড়াব।

১ম জেলে। সেতো দাঁড়িতে চড়াবি যখন মাছ পাবি, এখন বড়দিনের বাজার মূলে মাছ নেই বাবুরা খাবে কি?

১ম জেলেনী। দশরথের ব্যাটা চূড়োবাঁধা পাখী, বাবরা খাবে কি?

জেলেনীগণ। রয়েছে কোঁকোর কোঁ! ররেছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ! বাবুরা গিলবে কোঁৎ কোঁৎ!

৩য় জেলে। চল্ চল্ এখন বেলা গেল জাল গুড়িয়ে ঘরে চল্।

১ম জেলে। তাইতো খালি জাল—

২য় জেলেনী। হাঁ হাঁ শুধু তোর নয় এখন চারিদিকেই খালি জাল; বড় বড় হুম্‌রো চুম্‌রো বাবু তাদেরই সব জাল, জেলের জালে আর কুলোয় না।

৩য় জেলে। লাতবৌ বড় হিঁয়ালিই বল্লি; আমি যদি ইঞ্জিরি জানতুম্, লাতিকে গুলি করে তোকে বিধবা বে করে ফেলতুম্। যা বল্লি চারিদিকেই জাল।

জেলে-জেলেনীগণ। (গীত)

এখন যেদিকে চাই খালি জাল।
কি দিন পড়েছে বিষম কাল॥
কুরুচি স্থরুচি ধর্ম্মে অভিরুচি, যেন ভেজাল তেলে ভাজা লুচি,
গলায় পৈতে পরে মুচি, চালাচ্ছে বামুনি চাল।
জাল সব ভাই ভগ্নী আর স্বোয়ামী ভার্য্যা,
কেবল রক্ষা চক্ষুলজ্জা চস্‌মা দিয়ে চখে আল॥
সব জাল কর্ত্তা আর জাল-গিন্নি, শালগ্রাম আর পীরের সিন্নি,
ধন্মি ধন্মি ধন্মি মানি মান্মি জালের চাল।
জাল যত ক্রিয়া কর্ম্ম, জালে ঢাকে গাত্রচর্ম্ম,
কালের ধর্ম্মে ধর্ম্ম বুড়ো দেওনা হুড়ো নইলে হাড়ীর হাল॥
জাল করে যে দেশ-হিতৈষী, সাজেন সবাই মাসি পিসী,
দিশি বোলে কুলোয়নাকো, ইংরিজী গাল ঝাড়ে দেখ—
ভূতের ভয়ে জড় সড় জালে ধরে খাড়া ঢাল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

একজন শুঁড়ী ও ব্লকম্যান ফিশ্।

শুঁড়ী। কি সাহেব, কি তোমার মৎলব ?

ফিশ্। টলব্, আজ রোজ হপ্টা, আজ রোজ হপ্টা, বিল কর।

শুঁড়ী। কি সাহেব মদ খেলে গেলাস ভাঙলে দাম দেবেনা ? এখন মাতলামি করে উড়িয়ে দিচ্ছ ? ঐতো শালাদের রোগ।

ফিশ্। Rogue! you lie you thief; don't call me names. Rogue indeed! the Fishes are no rogues I tell you; look in the book of the Peerage, the Chronicles; we came in with Richard Conqueror, therefore let every man be in his own humour.

শুঁড়ী। বেরিগুড, ইউ নো গিভ্ মনি ?

ফিশ্। No, not a dirty pice.

শুঁড়ী। আই গো ব্রিং পুলিস।

ফিশ্। Go, fetch thy grandmother.

শুঁড়ী। বেরিগুড, নো ফল্ট মাই; কনষ্টেবল কনষ্টেবল !

ফিশ্। Constable! that's detestable, rather bring me some nice eatable—a plate of meat and vegetable, —I will call that palatable and thee hospitable; or else I will kick you three times thrice, that will make—make—make, ah! I forget my—my—my multiplication-table.

শুঁড়ী। কনষ্টেবল কনষ্টেবল !

ফিশ্। Shut up you pig, I will send you to the Devil's stable.

শুঁড়ী। টাকা নিয়ে পালাল, মেরে ফেল্লে, কনষ্টেবল, কনষ্টেবল!

ফিশ্। New once more, will you go and hide in thy den, or I will take the hide off your dirty carcass?

শুঁড়ী। খুন কল্লে, খুন কল্লে, পাহারাওয়ালা, কনষ্টেবল!

ফিশ্। Then take that—and that—and that—for your "Constable" "Constable" "Constable."

শুঁড়ী। মধুসূদন রক্ষা কর, মধুসূদন রক্ষা কর, ও মধুসূদন! ও পাহারাওয়ালা।

ফিশ্। And take that—and that—and that—for your grandmother; now go and be damned.

শুঁড়ী। গেল গেল গেল রে, পিলে পট্‌কে গেল।

[প্রস্থান।

ফিশ্। Now for home. I have a home, sweet—sweet home, the shady pagoda in the Eden Garden. Lo! What's the matter with my legs! Sure the swindler of a cobbler has stuffed the soles of my boot with some pounds of lead. No—they wo'nt move; so what will be—will be—I must take my midday *Siesta* in the open air. I have a right to it, am I not a rate-payer? If no voter, an under-rate-payer certainly. (Lays himself down.)

Ah! God bless the Commissioners! How considerate they are, for laying such a layer of sweet

soft nine-inches-deep dust for my comfort. What a delicious cushion for my stone couch! It is quite soporific. Long live The Corporation! Come sleep gently—gently—(sleeps.)

(কালাচাঁদ ও মিঞাজান খানসামার প্রবেশ)

কালা। এইখানেই খুঁজে পাব এখন, কোন না কোন একটা মদের দোকানে পড়ে আছে।

মিঞা। দেখ ক্যালাচাঁদ বাবু! সব বেগিয়ে টেগিয়ে শ্যাষ যেন ঠকো না, তোমার ফিশ্‌ সাহেব ব্যাটা যে মাতাল, শ্যাষ না সব ফেঁসিয়ে ফেলে।

কালা। তুমি খেপেছ মিঞাজান, আমি ঠকি! চিরকালটা পুলিসে দালালী করে এলুম। জমীদারখুড়ো আমার রাজা হবার জন্যে যে রকম খেপেছে আর আমি বোলচাল দিয়ে যা ঠিক করেছি, দশ হাজার টাকাতো হাতিয়েছি; এক ব্যাটা সাহেবকে খাড়া না করলে নয়, তাই ঐ ব্যাটাকে যোগাড় করা।

মিঞা। তা ব্যাটা মাতাল না হলি খুব চাল চালতি পারে। ব্যাটার একদিন সময় ছ্যাল খুব ভাল গো খুব ভাল, ব্যাটার যখন আসামের চা বাগান ছ্যাল, মোর শ্বশুর ওর বট্‌লের ছ্যাল। না হোক বাবু, আমায় যা বলেছ, আড়াইশখানি টাকা দিতি হবে, আমি রেঙ্গুন চলে যাব।

কালা। তার জন্যে ভেবনা, তোমার আড়াইশ, তোমার সাহেবের হাজার; বাকি আমার।

মিঞা। ঐ না বাবু একটা রাস্তায় পড়ে কে? ঐ না আমাদের সাহেব?

কালা। তাইতো, সেইতো বটে; আঃ মর ব্যাটা! ও ফিশ্ সাহেব, ফিশ্ সাহেব, গেট অপ্—

মিঞা। হয়েছে আর কি! বাবু তুমি এই ব্যাটাকে নিয়ে একটা লাট সাজাবে! লাট তোমার ধূলোয় পড়ে লাট খাচ্ছেন।

কালা। একটা ভাল পোষাক পরিয়ে একবার খাড়া করে দিতে পাল্লে হয়। জমীদারখুড়োকে আমি বলেছি যে, বিলেতের আসল ষ্টড্রেড্ লাটেরা একটু বেশী মদ খায়। এখন এস ব্যাটাকে ওঠাই।

মিঞা। সাহেব উঠিয়ে উঠিয়ে, সড়ক্মে কাহে পড়া হায়?

কালা। ফিশ্ সাহেব ফিশ্ সাহেব, মিষ্টার ফিশ্!

ফিশ্। For God's sake, a pot of small ale.

কালা। Come come get up, you are again drunk.

ফিশ্। Drunk! Drunk! That's quite natural, it is in our family; am I not a Fish? To drink is my birth-right.

মিঞা। বাবু, ফিশ্ ফিশ্ কচ্ছে, বুঝিয়ে দাও যে তুই এখন লাট; লাট বলে ডাক।

কালা। My Lord! My Lord! get up your Honor, you will drink Champagne.

ফিশ্। Go to—I am Blockman Fish—call not me your Honor nor Lordship, I never drank Champagne since I left the plantation.

মিঞা। ঐ গো, চাচার আমার চা বাগান মনে পড়্ছে; সেদিন আর নেই চাচা সেদিন আর নেই, তোমায় এখন আমরা লাট বানাচ্ছি।

কালা। My Lord! My Lord! Don't forget you are a lord.

ফিশ্। No—no—no—

কালা। Yes—yes—yes.

ফিশ্। What, would you make me mad! Am not I Blockman Fish? Old mother Fish's son—of Dover—by birth a Cobbler, by education a Grocer, then by profession a planter, an Honorary Magistrate by recommendation, a Debtor by dissipation, next a Rover by occupation, and at present a Beggar by brandy bottle's benediction. Go and ask Gaburdawn Shaw the fat wine merchant of Radabazar, if he Know me not, if he says I am not fourteen annas on the score for Old Tom, score me up for the lyingest knave in Christendom.

কালা। ও মাষ্টার ফিশ্ ছি ছি! you forget all I teach you? You are a lord, lord, lord.

ফিশ্। Am I a Lord? Then where is my Lady? Or do I dream? Or have I dreamt till now? I do not sleep—I see, I hear, I speak, I smell sweet savour sent up from the Municipal drain, and I feel soft things, these fine dust and horse-droppings; 'pon my life, I am a lord indeed! My Lord Landless, and not Blockman Fish. Well bring our castle hither. And once again a pot of the smallest ale.

মিঞা। সেলাম সাহেব, এইবার তো বেরে খারা হয়েছ।

ফিশ্। চুপ্‌রাও you brute, call me My Lord—Lord Landless, হামকো লর্ড বোলা করো।

মিঞা। হাঁ হাঁ, মাই লাট, মাই লাট।

কালা। Yes yes, My Lord, My Lord—এইবারে ব্যাটা ঠিক ধাতে এসেছে।

ফিশ্। হাঁ হাঁ মোশা, আপনি এখন কি কাম কোরে এলি ?

কালা। ও কাম সব ঠিক, অল রাইট্, এখন তুমি অল রাইট্ থাকলে হয়; নজরের টাকা মজুত, বড়দিনের সওগাদ পর্য্যন্ত পাবে, সেটা যেন বাবা একলা সাথিও না, কিপ্ মাই সেয়ার।

ফিশ্। মিলবে মিল্‌বে, তুমি কুচ্ ভাবিস না। Now come on, where is my Zemindar ? I will make him a Rajah on the spot. I want rupee badly , Rupee—Rupee—Rupee !

মিঞা। দেখেছ বাবা, খাঁটী ইংরেজ বাচ্ছা, দেলের বুলি ঝারছে, রূপিয়া রূপিয়া করছে।

কালা। No no My Lord, you don't go to-day, আজ গেলে হাল্কা হয়ে পড়বে। I will hire good house for you, give you good dress, সেখানে লাট মরিংটন্ সেজে বস্‌বে, জমীদার বাহাদুরকে নজর শুদ্ধ সঙ্গে করে নিয়ে যাব, সনন্দের কাগজখানি দেবে; understand sir ?

ফিশ্। Yes yes, আমি বাঙ্গলা বুঝেন বুঝেন, five years on the Plantation, হামি কুলী লোকের কাছে বাঙ্গো বাঙ্গলা শিখেছিস।

কালা। আর এই মিঞাজান চাচা তোমার খানসামা, এর father-in-law was your butler.

ফিশ্। Yes yes, আমি ওকে দেখেছিস; very good, খানসামা peg লেয়াও।

কালা। না না, খানসামাকে আমি এখন জমীদারখুড়োর কাছে নিয়ে চল্লেম, আজ এর সঙ্গেই দেখা করিয়ে দেব।

ফিশ্। Then come, stand me some drink.

কালা। এই একটা টাকা নাও, বেশী খেওনা, এর ভেতর খোরাকি শুদ্ধ চালিও, আমি আবার দেখা করবো, সেই ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার ভেতর শুয়ে থেক, গুড বায়। এস মিঞাজান।

মিঞা। সেলাম সাহেব।

ফিশ্। Yes yes, go your way ; now Babu hoist your sail and begone.

[কালাচাঁদ ও খানসামার প্রস্থান।

Now my pretty Rupee ! fore-runner of the promised thousand ! I will go and wet my whistle with thee in whiskey ; my lovely dear darling luck-money ! and then I will play the pucca Lord Landless and make my Baboon of a Zemindar a Rajah Bahadoor.—Ah, what's that ! My old malady ? scruples ? pangs of conscience ? mere indigestion, pranks of a deseased liver ; my conscience shan't starve me either, conscience when there is no pot boiling is a strong symptom of death. I am Lord Landless and shall make a Rajah of any body who pays me. This money must come to me.

Succeed or fail all the same my lot.

I will subdue my conscience to my plot.

[প্রস্থান।

(ফুলওয়ালা ও ফুলওয়ালীর প্রবেশ)

উভয়ে।— (গীত)

আজ বাগানে ফুল তুলেছি দুজনে।
মুখোমুখি হয়ে বসে হার গেঁথেছি যতনে॥
ফুলের সিঁতি, ফুলের বালা, ফুলের চন্দ্রহার,
মুদিত-কুঁদে বাঁধা বাজু বেহদ্দ বাহার—
সারের সার গোলাপের-হার নতুন ধরণে ;—
বেণীতে বিনালে পরে মজায় মোহনে॥
উড়ে যা' উড়ে যা' অলি, মধু আজ দেবেনা কলি,
সোহাগেতে ঢলি ঢলি—
প্রিয়ারে পরাবে মালা যুবক জনে।
পাঁজর করে নজর দেবে কোমল চরণে॥

[গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কলিকাতার বাসাবাড়ীর বৈঠকখানা।

গাণিক্য, ভট্টাচার্য্য, মোসাহেবগণ ও পোকারাম।

গাণিক্য। ও পোকারাম—পোকারাম!

পোকা। উজুর।

গাণিক্য। খালি উজুর কিরে বিটা, যা কয়ে দিছি।

পোকা। অয় অয়, উজুর মহারাজ।

গাণিক্য। মাষ্টরবাবু আসছিল ?

পোকা। এজ্ঞে না, অ্যাহনো তো আসেন নাই মহারাজ।

গাণিক্য। বট্টাচার্য্য একবার পঞ্জিকাখানা দেহেন তো, এ বৎসরের আমার ফলাফলটা কি ?

ভট্টা। আজ্ঞে মহারাজের কোন্ রাশিতে জন্ম ? হাঁ, গাণিক্যধন রায়, গাণিক্য, গ—শ কুম্ভ, কুম্ভ—কুম্ভ—বৈশাখ মাসে মকর কুম্ভের মহাদুঃখ।

গাণিক্য। তা ফলে গেছে, ঊনিশে বৈশাখ, শামী ধোপানী মরে, মাগীর সাথে আমার বরই প্রণয় ছিল, অমন চুল কারুর হবানা, যেন সাক্ষাত মা শ্যামা ঠাকুরাণ।

ভট্টা। জ্যৈষ্ঠ মাসে মকর কুম্ভ মীনের লাভ।

গাণিক্য। অইছে, রাইমোহন সদ্দারের বগ্নীরে ঐ মাসে ষষ্ঠীর দিনেই বার করি, এডারে লাভ কইতি হয়, কি বল বট্টাচার্য্য ?

সকলে। লাভ লাভ মহালাভ, মহারাজ যা আজ্ঞা কল্লেন।

গাণিক্য। আরে হালে আইস বট্টাচার্য্য হালে আইস।

ভট্টা। ভাদ্রমাসে কুম্ভের মান।

গাণিক্য। এডা একেবারে ঠিক, ঐ সময়ে কেলেক্টার সাহেবিরে ছেলাম করতে যাই, তিনি আমায় আদর কোরে হাতনারা দিছলেন, আজও কব্জিটায় দরদ আছে।

ভট্টা। আশ্বিনমাসে কুম্ভ মীনের সুখ।

গাণিক্য। হাঃ হাঃ হাঃ ! আশ্বিনটা বরই সুখে গেছে, পঞ্জিকা কখন বুল নয় ; কেমন হে তোমরা তো জান ?

সকলে। আজ্ঞে বিশেষ জানি বিশেষ জানি, বরই সুখ বরই সুখ।

গাণিক্য। গটনাটা একবার কয়ে দাও বট্টাচার্য্যরে, কও বাণীমোহন।

বাঁশী। আজ্ঞে আজ্ঞে, কওনা রাধিকাচরণ।

পরস্পরে। তুমি কওনা, তুমি কওনা, বিস্মৃত অলেম।

বাঁশী। আজ্ঞে উজুরের নিত্যই সুখ, কোনড়া কই ?

গাণিক্য। সে যে বোর জোবর গটনা, স্মরণ অয়না ?

সকলে। আজ্ঞে না, আজ্ঞে না।

গাণিক্য। তোমরা তো অতিশয় ব্যাকুব।

সকলে। মহারাজ যা আজ্ঞা করলেন, মহারাজ যা আজ্ঞা—

গাণিক্য। গাধা।

সকলে। তার আর সন্দ কি, তার আর সন্দ কি মহারাজ!

গাণিক্য। আরে মূর্খ, বর তরফের নাবালক যে ঐ মাসেই ওলাউঠায় যায়, এডা সুখ নয় আমার পক্ষ ?

সকলে। বরই সুখ মহারাজ, ওলাউঠা বরই সুখ।

গাণিক্য। অ্যাহন হাল ফিল পৌষ মাস ত্থাহ, পৌষ মাস ত্থাহ।

ভট্টা। পৌষ মাস—পৌষ মাস—পৌষ মাসে মকর কুম্ভ মীনের সম্মান।

সকলে। বা বা বা বা বা!!!

গাণিক্য। কি কি! কি কইলে, কি কইলে? সম্মান! দেহিত দেহিত পঞ্জিকা; গুরু সৈত্য! গুরু সৈত্য! আর কি খুলে লেখবে গাণিক্যধন রাজা হবা, এই জৈন্য আমি পঞ্জিকা না ত্থাহে কোন কর্ম্মই করি না। মঙ্গলবার, সর্ব্বসিদ্ধি ত্রিয়োদশী, উত্তর আযারা নৈক্ষত্র, সৈভাগ্যযোগ ত্থাহে তবে পাচী বাইজীর বারী প্রথম গ্রহপ্রবেশ করি, সেও আমায় মহারাজ বোলে বন্দিকি কল্লে, অমনি বাশীমোহনের হাচি পরলো।

বাঁশী। আজ্ঞে আজ্ঞে। (হাঁচি)

Acc 22966
22/2/2006

সকলে। (হাঁচি)

গাণিক্য। সৈত্য সৈত্য! তারপর মাষ্টর যুটলো, সে একজন বিলাতের বরলাটেরে ঠিক করছে, তিনি আমার নজর লতি রাজী অইছেন, একেবারে খাস কুইনীর নিকট অইতে সোনন্দ আনায়ে দিবেন।

সকলে। (হাঁচি)

গাণিক্য। সৈত্য সৈত্য, এই হ্যাহ আবার হাচি পরলো।

(পোকারামের পুনঃ প্রবেশ)

পোকা। মহারাজ কোর্ত্তা আসছেন।

গাণিক্য। কোর্ত্তা?

পোকা। এজ্ঞে, মহারাজ উজুরের কোর্ত্তা।

গাণিক্য। আমার কোর্ত্তা? পিতে, তিনির তো আজ ছয় বৎসর মৃত্যু অইছে, বিটা তুমি বোট্‌কিরা করবার আসছো।

পোকা। এজ্ঞে, মহারাজের সাথে বোট্‌কিরা কোরে জান খোওয়াইবে কেডা? সৈত্য আপনকার পিতে আস্‌ছেন।

সকলে। (সভয়ে) রাম, রাম, রাম!

বাঁশী। রাম, রাম, রাম! কোলকত্তা সহরে দিবসেই বূত হ্যাহা দেয়, বট্টাচার্য্য মশায় উজুরের একটা রক্ষ্যা কবজ বাধি হ্যান্।

পোকা। এজ্ঞে, বূত পিতে নন্, উজুরের সাবেক পিতে, জন্মদাতা।

গাণিক্য। ও তাই কও, কোর্ত্তাবাবা।

(মাণিক্যধনের প্রবেশ)

মাণিক্য। গাণিক্যধন, আমি আসছি বাপ।

গাণিক্য। কোর্ত্তাবাবা তুমি দেহি বরই অসৈভ্য বেআদব।

সকলে। মহারাজ কও মহারাজ কও।

মাণিক্য। মহারাজ কেডা রে? ও যে আমার পুতি, মরিঘাটার মণ্ডলগোর গরে দত্তক দিইছিলাম মাত্র।

গাণিক্য। অয় অয়, দত্তক তো দিইছিলে, পাঠা গোরুর মত আমারে তো বাচে খাইছিলে, তোমার সাথে আমার সোম্পর্ক কি? পোকারামও যে তুমিও সে।

মাণিক্য। বর মুখ করে ছ্যালের কাছে আলাম, সোম্ভাষণ তো কর্‌লি বাল, গাণিক্য।

বাঁশী। আরে মহারাজ কও, মহারাজের নাম ধইরে ডাহ ক্যান্? এ কি প্রকার বেয়াদব।

মাণিক্য। আরে থাম নচ্ছার, মানুষ বুঝে রা কারিস, আমি অলেম মাণিক্যধন মণ্ডল ওর জন্মদাতা পিতে।

গাণিক্য। বার বার জন্মদাতা কয়ে আমার বেইজ্জৎ করছো বটে? জন্ম দিয়ে থাহ, তার মূল্য তো পাইছো, গরে বোসে তাই বাঙায়ে খাও গিয়া।

মাণিক্য। খাইবার থাকলে কি আর তোর কাছে আসি, আমায় মাস মাস নিদেন পাচটা কোরে টাহা দিতি অবে, নইলি আমার চল্‌বা না।

গাণিক্য। তোমায় টাহা দিমু কিসের লেগে? গোয়াল যদি গোরু বিক্রয় করে, সে কি তার ছুদির বাগ পায়? কওতো বট্টাচার্য্য, শাস্ত্রমতে উনি কিছু ন্যায্য পান কি?

ভট্টা। হাঁ, উনি যখন অর্থ লয়ে আপনাকে পোষ্যপুত্র দিয়েছেন, তখন আর ওঁর আপনার উপর কোন অধিকার নাই;

তবে যখন আপনাকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ কর্ত্তে হবে, তখন ত্রিশ দিনের ভিতর তিন দিনের হিসাবে হ'ল—

"অৰ্দ্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে।
দশম ভাগের ভাগ সেহালার দলে॥"

পাঁচ টাকা চাচ্ছেন, আট আনা মাত্র দিতে পারেন, দশম ভাগের ভাগ ওঁর প্রাপ্য।

সকলে। (হাঁচি)

গাণিক্য। সৈত্য সৈত্য, হাচিও পরছে, শাস্ত্রেও আছে, আষ্ট আনা করে পাবা, রাজধানীর কাছারী আসে মাস মাস লয়ে যাইও, আমি রোকা দিবয়নে, অ্যাহন যাও।

মাণিক্য। যাব কনে? আজ রাতে অ্যাহানেই আহারাদি করমু।

গাণিক্য। আরে না না, ও সব ল্যাঠায় আর কাজ নাই।

মাণিক্য। আরে গর্বস্রাব, বাপেরে দুটা খাতেও দিবিনা? বট্টাচার্য্য, তোমার শাস্ত্র এবার কও, ক'মুঠা দিতি পারে?

গাণিক্য। বট্টাচার্য্য তোমার পিণ্ডের ব্যবস্থা দিবেন, জ্যান্তের ব্যবস্থা উনি কি কইবেন? পোকারাম পাচটা পুইসা দিয়ে বিষ্ণুঠাহুরের বাঁতের আড্ডাটা জ্যাহায়ে দাওতো।

মাণিক্য। হোটেল মোটেল আড্ডা ফাড্ডার বাত কি আমি খাতি পারি? ক্যান তোর সাথেই দুমুঠা খালাম তাতে আর দোষ কি?

গাণিক্য। আরে কোথাকার ডিমের বাপ আসি বোরই বকালে দেহি; দোষ কি? দোষ তোমার মাথা! আমি আর সে নেব্‌লা খেব্‌লা গাণিক্য নই, আমি অ্যাহন রাজা অইছি; অ্যাহানে

কোলকত্তার কয়েক বদ্দর ব্যক্তি আমার সাথে আজ রাতে আহার করবোন, তুমি সেথা রতি পাবানা।

মাণিক্য। ক্যান রে, তোর বাপ কি অবদ্দর?

গাণিক্য। তোমার চেহারা অতি নোংরা, কোলকত্তার বদ্দর সমাজে চলবা না।

মাণিক্য। উঃ বাদীর বিটা আমার কি খাপ্‌সুরৎ?

গাণিক্য। মহারাজ গাণিক্যধনের চেহারা খাপ্‌সুরৎ কি না, তা কোলকত্তার হক্কল বদ্দরই জানে; পুচ্‌ কর যাইয়ে পাচী বাইজীরে, মুচি উমার ছুকরী নিস্তারেরে, হারকাটার সোদোরে, সা'ব তুলসীরে, ঘোরামুখী মোঙ্গলারে, যাও হক্কলেরে জিজ্ঞুসে আস গাণিক্যধনের চেহারা কেমন—

সকলে। সাইক্ষাৎ রতিবিলেস—

গাণিক্য। মান কত বোঝবা, থাহ সেই বাঙ্গাল দেশে পইরে, পাচটা মায়েমানুষের কাছেতো সৈভ্যতা শিখলা না।

মাণিক্য। ও বাদীর বিটা গর্বস্রাব, হারামজাদ, নোচ্ছার, বাপেরে ও কি কথা কোস?

গাণিক্য। দেহ কোর্ত্তাবাবা, কিছু বলিনা ক্যোরে বার বার বরই গাল পারছো? তুমি হালা হুম্মুন্দি বাইবাতারির বাই! নয় পিসাঠাকুরের জোবানি কইলাম; কেমন কওতো হক্কলে, কইতি পারি কিনা?

সকলে। পারেনইতো পারেনইতো, ন্যায্য ন্যায্য।

মাণিক্য। ও বূতির পুত, একিবারে গোল্লায় গিছ? রও, হালার ছাবাল, দ্যাশে যাইয়ে তোমায় না একগরে করি তো আমি আগুরি হতি খারিজ। তোর বারীতে আমি প্যাচ্ছাব কোরে দিই, হুয়ার, বল্লুক, বান্দর, বূত, উল্লুক। (গমনোদ্যত)

বাঁশী। পাক্‌ড়া কর, পাক্‌ড়া কর, মহারাজেরে গাল পাইরে পলাইছে।

গাণিক্য। যাতি দাও যাতি দাও।

(কালাচাঁদের বেগে প্রবেশ)

কালা। কেল্লা মার দিস্, কেল্লা মার দিস্——

(পরস্পরের ধাক্কা লাগিয়া মাণিক্য ও কালাচাঁদের পতন)

মাণিক্য। হালার পুত কেডারে? কেডারে? জবাই করলে, জবাই করলে!

কালা। আঃ মর ব্যাটা মড়িমোড়া, নাকটা একেবারে ভেঙে দেছে, ছাড় ব্যাটা ছাড়।

মাণিক্য। আরে তুই বিটা ছার।

কালা। তুই ব্যাটা ছাড়।

গাণিক্য। ছারান স্থান মাষ্টর বাবু, ছারান স্থান, ও আমার পুরাতন পিতে, বরই অসৈভ্য, দুই একটা ধাকা ফাকা দিয়ে তারায়ে স্থান, অধিক কিছু বল্‌বান না।

কালা। পুর‍্যাতন পিতা? ওল্ড ফাদার! এখানে কি করতে এসেছিলে বাপ? রাজা রাজড়ার কাছে কি বাবাগিরি চলে? দেশেগে গামলা চড়গে।

[ধাক্কা মারিয়া বহিষ্করণ।

গাণিক্য। ঠাণ্ডা হন ঠাণ্ডা হন মাষ্টর বাবু, সংবাদ কি কন?

কালা। সংবাদ আর কব কি হুজুর, কেল্লা ফতে করেছি, সাঁহেব আজ একবারে বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল।

গাণিক্য। অয় সর্ব্বনাশ! ও বাশীমোহন, বট্টাচার্য্য, মাষ্টর কয় কি?

কীর্ত্তি। ও বাশী খুরা, এইবার কি করি? হাচি না তুরি মারি?

বাঁশী। চুপ দাও চুপ দাও, কিছু বুঝ্‌ছি না।

গাণিক্য। ও মাষ্টর, সাব্ বিগ্‌রাইছে, অ্যাহন উপায়?

কালা। ভাবেন কেন? বল্লুম না কেল্লা ফতে করে এসেছি; বড়দিনের ভেট্‌টা ভাল রকম দেব বলেছি, আর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

গাণিক্য। অ্যাহন আমি রাজা অইমু? রাজা অইমু?

কালা। হাঁ, হবেন হবেন।

গাণিক্য। রাজা অইমু?

কালা। হবেন।

বাঁশী। আরে হাচো হাচো।

সকলে। (নাকে কাঠী দিয়া হাঁচি) (কীর্ত্তিবাসের তুড়ি দেওন)

বাঁশী। কীর্ত্তিবাস খুরা হাচ্‌লা না? তুরি মারলে যে?

গাণিক্য। কীর্ত্তিবাস খুরা, তুমি হালা অতি পাজী, র‍্যালের মাশুল লয়ে আজই দ্যাশে রওনা হও।

কীর্ত্তি। উজুর! বেয়াদবি মাপ হয়, নাকের মধ্যি একটা গা অইছে, আবার খোচাখুচি করলে রক্ত বার অইতো, তুরিও শুব। (জনান্তিকে) বট্টাচার্য্য মশায়, একটা শোলোক বলেন, এ যাত্রা রইক্ষা করেন।

ভট্টা। হাঁ হাঁ, ডাকের বচন আছে—

হাঁচি পড়ে তুড়ি মারে কিসের কস্থুর।
রাজা হবে খাড়া খাড়া ভেবনা শ্বশুর ॥

তুড়িতেও দোষ নাই।

কালা। তা চলুন কাপড় চোপড় ছাড়ুন, বড়দিনের বাজার করতে চলুন, বিস্তর ঘূরতে হবে।

গাণিক্য। হাঁ চলেন। পোকারাম!

পোকা। এজ্ঞে মহারাজ!

গাণিক্য। আমার বারাইবার কাপর চোপর কনে রে?

পোকা। এজ্ঞে তাইতো বাবি, দোবাতো অ্যাহন আলনি, হাতী-পাইরে ছুতি তো তারই লগে রইছে।

গাণিক্য। ওরে হালা, বারাইবার কালে দোবা কইলি ক্যান্?

ভট্টা। কাপড় ছাড়বে যখন।
রজক ডাকবে তখন ॥

ওতে দোষ নাই।

(ধোপানীর প্রবেশ)

(গীত)

মুখপোড়া লোকে মুখ দেখেনা সকালে।
নইলে ধুয়ে আনতুম কোন্ কালে ॥
ভাঁটাজলে কাচা, চোরকাঁটা বাছা,
সাজিমাটির নয়কো ভাঁটী, ধোয়া সাবান-জলে ॥
বড় সায়েস্তা মিস্তিরি, করেছে চেপে ইস্তিরি,
দস্তুরমত পাটায় ফেলে আচড়েছে তালে তালে ॥
এখন ইংরেজী পিরান, আর ধোয়া ধুতির মান,
ঝুলিয়ে কোঁচা, বেরোও বাছা, চাক-চিকণে সবাই ভোলে ॥

[প্রস্থান।

গাণিক্য। পোকারাম! কাপর চোপর বুঝে লও, দোবা বৌরি একটু যতন করিস, মুখখানি বেশ জবর, চাদ পারা! আর আমার বারাইবার ঠিক কর।

পোকা। এজ্ঞে যাই মহারাজ!

গাণিক্য। হাতী-পাইরে দুতিখানা তেকোচ্চা করিস—

পোকা। এজ্ঞে।

গাণিক্য। আরে শোন্, পাঞ্জাবি জামাটা গিলা কর্‌বি—

পোকা। এজ্ঞে মহারাজ।

গাণিক্য। আরে দারা রে, রেশ্‌মি ওয়াস্‌কোট্‌টা দিস্; আর পায়তাবা।

পোকা। এজ্ঞে উজুর।

গাণিক্য। আর কালাপত্তুর কামকরা ওরনাখান দিস্; কি বল মাষ্টর, কি বল হক্কলে? সাল লইলি অইন্য সব পোশাক গরি চ্যান তো দেহা যাইব না।

সকলে। ঠিক কইছেন উজুর।

ভট্টা। হাঁ—পোশাক যদি ঢাকা পড়ে।

দেখবেনা নর বানরে॥ এ খনার উক্তি।

গাণিক্য। ওরে, দৌর দিস ক্যান্? দারা রে, শোন্, সেই নেউলমুখা ছরিগাছটা আতর মাথায়ে দিবি; চল হক্কলে, দুর্গা দুর্গা।

সকলে। দুর্গা দুর্গা।

কীর্ত্তি। (হাঁচিয়া) এইবার আমি অগ্রে হাচছি।

গাণিক্য। ও হালার পুত হালা! ডান পা বারাইতেই হাচি?

কীর্ত্তি। বট্টাচার্য্য রক্ষা কর।

ভট্টা। যাবার বেলা পড়ে হাঁচি।

ধনে ধান্যে বোঝাই মাচা—

না না, শ্রীবিষ্ণুঃ! বিস্মৃত হয়েছিলেম,

যাবার বেলা পড়ে হাঁচি।

ভালবাসে বাইজী পাঁচী॥

গাণিকা। (হাস্য) কও বট্টাচার্য্য, খোনা পাচী বাইজীর কথাও লিখে গেছেন? হ্যাহ হ্যাহ, কইছিলাম বাইজী আমার বুনিয়াদি, হ্যাহ কতকালের, খোনার আমলের লোক।

কালা। চলুন চলুন, দেরি হলো।

সকলে। দুর্গা দুর্গা! গাঁ—গাঁ—গাঁ——

পঞ্চম দৃশ্য।

মিউনিসিপ্যাল বাজার-সম্মুখ।

কাবুলে মেওয়াওয়ালাগণ।

(গীত)

বাবু বিডানা বিডানা।

নোকরকা নেহি শ্রেফ্ আমীরকা খানা॥

কাবুলকা বাচ্চা, বোল্‌তেহুঁ সাচ্চা,

আচ্ছা আচ্ছা মাল হালমে রেলপর আনা॥

কিয়ো মেহেরবানি, ডেঁখো কেয়সা খোবানি

বেইমানি নেহি সাব এহি নমুনা॥

আখরোট্ কটাকট্, খাট্টা মস্‌কট্,

দামমে চড়া, বাদাম বড়া,

মণ্ডা পিঠা আঙ্গুর লায়া, আউর চাল-গুজিয়া,
বোখারেকা আলুবখেরা নেহি বেগানা॥
মিস্‌কা পিয়ারা, কিস্‌মিস্ ছোহারা,
ডিশ্‌মে মিলানা চেহারা হো যাগা বনা॥
বিল্লি লায়া বিবিকা লিয়ে, মোলাম পশম বাবু লি জিয়ে,
মেও মেও মেও মেও, ওহো ক্যায়সা মিঠা বতানা॥

[প্রস্থান।

(ভিস্তি ও মেথরাণীর প্রবেশ)

(গীত)

উভয়ে। হুকুমদার কমিসনার।
হরদম্ রহেগা সাফা নয়া বাজার॥
ভিস্তি। সপা-সপ্ সপা-সপ্ ঝাড়ু লাগাও,
মেথ। ঝপা-ঝপ্ ঝপা-ঝপ্ পানি ছিটাও,
ঘুম্‌কে ঘুম্‌কে মিঞা ইধার উধার॥
উভয়ে। এইসা এইসা হাঃ হাঃ কেয়া মজাদার॥
ভিস্তি। বড় রসিয়া হো দেলখোশ মেথরাণী,
ক্যা আপশোস্ নেহি তু মেরা জানি,
নিকা বনেতো মজা উড়ায় দেদার॥
উভয়ে। আরে জোরসে লাগাও ঝাড়ু দেখে জমাদার॥
মেথ। তু আপনা মোসক্ হেলাও, নেহি আসক্ চালাও,
জানেগা গোসা হোগা মেরি মেথর।
ভিস্তি। আবি নেশামে পড়া হ্যায় ওহি নোকর॥
তব হেক্কে ডুক্কে ঝাড়ু লাগায়কে,
মেথ। ঠম্‌কে ঠম্‌কে মিঠা পানি ছিটায়কে,
ভিস্তি। ফরাক সড়ক ছোড়ে চল যাঁহা আঁধার।
সুরতি পিরিতিমে নেহি থোড়ি গুনাগার॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।
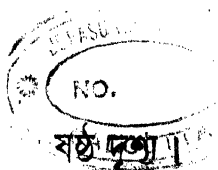
মিউনিসিপ্যাল বাজার।

গাণিক্য, কালাচাঁদ, ভট্টাচার্য্য, বাঁশীমোহন, ইত্যাদির প্রবেশ ও দোকানদারগণ উপস্থিত।

ভট্টা। হ্যাক থু থু! রামচন্দ্র, রামচন্দ্র!

গাণিক্য। গোবিন্দ গোবিন্দ! মহাপ্রভু এ কোথায় আলাম! মাষ্টর বাবু, এ আন্‌লা কোয়ানে?

কালা। নাকের রুমাল খুলুন আর ভয় নেই, মাংসের দিক ছাড়িয়ে এসেছেন, এখন দেদার ফল, ফুল, মাছ, তরকারি, সৌখিন জিনিস—যা খুসি কিনুন।

গাণিক্য। এক একখণ্ড ঠ্যাং ঝুলায়ে রাখছে—কি বৃহৎ! ও কেমন পাঠা?

কালা। ও সব পাহাড়ে পাঁঠা, পাহাড়ে পাঁঠা।

বাঁশী। আর পাহারে পাঠা, ইডারে কোন্ বাজার নি কয় মাষ্টর বাবু?

কালা। বাঁশীমোহন বাবু, জাননা এ যে মিউনিসিপ্যাল বাজার।

বাঁশী। মুন্সীপালের বাজার!

গাণিক্য। মুন্সীপাল থাহে কনে? কার পুতি?

কালা। আজ্ঞে মিউনিসিপ্যাল, তার মা বাপ নেই।

গাণিক্য। ও তাই কও, তোমার মুন্সীপাল বাওয়া ডিঙ্গ, তাই বাজার বানাইছে—না কোসাইখানা বানাইছে।

ভট্টা। হুজুর ওদিক ছেড়ে দিন, এ দিকে দেখুন, কি চমৎকার ফলাদি, কি মর্ত্তমান রম্ভার কাঁদি—আহা!

দেখবে আর খাবে কলা।
দিব্বি দিয়ে খনার বলা॥

গাণিক্য। কও বট্টাচার্য্য, খোনা রম্ভা বইক্ষণ করবার জইন্য এত দিব্য দিলেন ক্যান্?

ভট্টা। আজ্ঞে হুজুর নানা মুনির নানা মত, এর দুই অর্থ আছে, বিষ্ণুশর্ম্মা বলেছেন যে, কলা খেয়ে ফেল্লে আর কেউ কলা দেখাতে পারে না, আর ডাকের উক্তি—

কলা খাইল যত বান্দর।
রাজ্য পাইল রামচন্দর॥

বাঁশী। ডাকতো বরই বলছে বট্টাচার্য্য ঠাকুর! অ্যাহন আমরা তো কলা খাইলি উজুর রাজা অইতে পারেন?

গাণিক্য। অয় অয়, সবাই কলা খাও, আইস বট্টাচার্য্য, মাষ্টর বাবু, কীর্ত্তিবাস খুরা, বাশীমোহন, হক্কলে কলা খাইবে আইস।

কীর্ত্তি। কলা তো আমার খাইবার নাই, কোর্ত্তার পিণ্ড দিতে যাইয়া আমি তো কলা গোদাধরের পাদপদ্মে দিয়া আইছি।

গাণিক্য। এ হালার কীর্ত্তিবাস খুরারে কোলকত্তায় লইয়া আইলাম ক্যান্? বাদির বিটা একটা কলা খাইয়া উপকার করবার পার না? কি রম্ভা পিণ্ড দিয়াছিলা?

কীর্ত্তি। আইজ্ঞা,—নামতো স্মরণ অইচে না, পাকাকলা।

গাণিক্য। আইস হালার পুত আমার সাথে, কাচা কলা খাওয়াইমু তোম্মায় হালা।

কালা। আজ্ঞে চলুন চলুন, যে সাহেব বিবির ঝোঁক—

দোকানদারগণ। (গীত)*

হকসাহেবের শকের বাজার ক্যায়সা জমক জাঁক।
আয় খদ্দের চলে আয় দেদার ঝাঁকে ঝাঁক॥
ফুলকপি ওলকপি গাজর সালগাম,
কমলা বাতাপি পাতি অকালের আম,
কেয়াবাত কেয়াবাত ওহো দেখলে লাগে তাক॥
ঝুপো গুঁপো কুপো মিন্‌ষে হেথা চলে আয়,
তোর মোচের মত মোচা চিংড়ী গড়াগড়ি খায়,
আয় আয় তোর চাউনি দেখে, বুঝছি বটে আমার পাটায় টাঁক্।
গোলআলু বরবটী পাটনায়ে কলাই শুঁটী,
কাঁটা-ফেলা ভেটকি চ্যাটাল সরল পুঁটি,—
বালির পটল প্যাঁজের কলি ভাল চীনের মূলো,
দাগা কাটা রুই পয়জারে কই ডিমুলো ডিমুলো,
টাকা ফেল্‌না ঝাঁকা কেন্‌না খাচ্চ কেন ঘূরণ পাক।
ট্যাংরা নিসে খ্যাংরা-খেকো নইলে মুখে দেব খাক্॥

গাণিক্য। ও মাষ্টর বাবু, এ যে বাশবাগানে ডোম অইলাম, দিশাহারা লাগে দেহি।

কালা। হুজুর, এ বাজারে সাহেব রিবিরা থৈ পায়না তা আপনি আমি!

বাঁশী। মাষ্টর বাবু, এহানকার নকৃসাতো বরই দেহি, আধ পইসার ছয়টা মূলা হাটেরে মিলে, সেই হালার মূলা-এহানে শ্বেতপ্রস্তরে চরে চীনের মূলা দারাইছে, আষ্ট আনা জোরা বিকাইছে।

---

* স্ত্রী ও পুরুষ দোকানীগণ স্ব স্ব বিক্রেয় দ্রব্য বুঝিয়া এই গীতটী স্থানে স্থানে অংশ করিয়া গাহিবে।

(ব্যাকুল-ভাবে কীর্ত্তিবাসের প্রবেশ)

কীর্ত্তি। উজুর, সর্ব্বনাশ অইছে! ও মাষ্টর বাবু, ও বট্টাচার্য্য আমার মুণ্ড খাইছে!

গাণিক্য। এই লও হালা চিচাইছে; অইল কি?

কীর্ত্তি। আমার মাথা খাইছে, গাঠে থে আমার স্থকিটি কাটি লইছে; গারোয়ানের সাথে কাজিয়া কোরে কাল একটা স্থকি দস্তুরি পাইছিলাম, কাটি লইল, কাটি লইল!

গাণিক্য। কীর্ত্তিবাস খুরা, তুমি হালা অতি ব্যাকুব বাঙ্গাল, কোলকাত্তায় আসে গাট কাটাইলে, আমাগোর শুদ্ধা ব্যাকুব বানাইলে।

কীর্ত্তি। ওরে চৈকিদার গাট কাটি লইছে, চৈকিদার—

[গোল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাস্তা।

(ফিশ্ সাহেব ও কালাচাঁদের প্রবেশ)

ফিশ্। Well well Babu, how do I look in my new suit?

কালা। ওঃ চমৎকার! Grand! Bravo! আর সে ফিশ্ সাহেব বলে চেনা যায় না।

ফিশ্। Do you know Babu, there is a most potent power in a person's clothes; a strong congeniality between dress and spirit; call it sympathy, electricity, magnetism, or whatever you choose—a tailor

exerts more influence on the soul of a man than a parson.

কালা। ঠিক ঠিক সাহেব, লেফাপা দুরস্ত থাকলে মনেরও স্ফূর্ত্তি থাকে। You look quite smart now.

ফিশ্। My dear fellow, time was when I used to dress quite smart and cut the swell in the plantation; but nothing improves by age, that I know of, except rum. But it seems I have not lost so much of the polish I have picked up in good society. Oh Babu—Babu—Babu—what I was and what I am! Drink—Drink—Drink has brought it all! I Blockman Fish, once the Nabob of Assam, now a loafer in the streets of Calcutta, a swindler from necessity, a tool at your hands, you dirty black slave—no offence Babu I beg your pardon, I did not mean what I said. Oh! Wine has brought my ruin. The liquid fire! The distilled damnation!

কালা। Don't be sorry sir, don't be sorry, all will be well; এইবার তো হাতে টাকা পাচ্ছ, আবার গুচিয়ে উঠে যেমন ছিলে তেমন হওনা, অমন কাঁদুনে স্থর ধরোনা। সনন্দ দেবার সময় মেজাজ ঠিক রেখ।

ফিশ্। ওসব ঠিক রহেগা—you don't know half my accomplishments, wait till I see my Zemindar, and I will show you, how I used to bark at my coolies in the plantation; but I hope nothing serious will come of this, no *golmal* or Police business.

কালা। না সাহেব না সাহেব, don't fear, এ সত্যি সত্যি তেমন জমীদার হলে কি আর তার কাজে হাত দিই, এ

কটা fool, ভূত; সামান্য একটু জমীদারি আছে—আধুনিক, তেও ছোট, কেউ চেনেনা, শোনেনা, জানেনা; দেখেছে চজন বড় বড় জমীদারে গবর্ণমেণ্টের কাছে রাজা খেতাব চ্ছেন, কলকেতায় ফোতো বাবুগিরি কত্তে এসেছিল, বেশ্যা বটীরা টাকা ভোগা দেবার জন্যে "রাজা রাজা" করে, তাই রাজা বার জন্যে খুব খেপে গেছে; রাজা অমনি হলেই হলো, বনেদ াই, বনেদ চাই। তেমন সত্যি সত্যি ভাল জমীদার হলে আমি কি এ কাজে হাত দিই, আমার ভয় নেই সাহেব?

ফিশ্। Well Kalachand, I must take another glass to steady my nerves.

কালা। না সাহেব আর খেয়ে কাজ নেই, যা হ'য়েছে বেশ আছ।

ফিশ্। Let me see. Am I to have another glass or not? My head says 'no', my stomach says 'yes'; but my head is the more sensible of the two, and the more sensible party always gives in. Ergo! I will have another——

কালা। না না সাহেব চল শীঘ্র চল, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, এই বেলা বাড়ী গিয়ে ঠিক ঠাক হ'য়ে বস্‌বে, খুড়ো আমার এতক্ষণে বাসা থেকে বেরুল।

ফিশ্। No, I must have another glass; there hangs the sign of a native grog-shop, go and bring me a bumper.

কালা। নেহাত ছাড়বেনা সাহেব, তবে এইখানে দাঁড়াও আমি চট্‌ করে আসছি।

প্রস্থান।

ফিশ্। I must plunge my palpitation into a pottle of potation, that's the only panacea for all panic. My conscience! shut up all your doors, save the pecuniary one. I want gold—gold—gold. Gold! Gold! For thee what will man not attempt! For thee to what degradation will he not submit! For thee what will he not risk in this world, or prospectively in the next!—Industry is rewarded by thee, enterprise is supported by thee, crime is cherished, and Heaven itself is bartered for thee! Thou powerful auxiliary of the Devil! One tempter was sufficient for the fall of man, but thou wert added that he might never rise again! The thirst for gold and a golden country led me on, and in these scorching regions I came to worship Mammon; but the curse of Britain followed me, and I drank—and drank—till I fell. Oh! if there is any Power who looks after this world, will He kindly tell me what I have done, what *have I done*;—except drink!

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। Now Sir, drink and come along, বড় দেরি হয়ে গেল।

ফিশ্। Ay! Ay! hand me the glass, the generous—the murderous fluid. ' Now we are after humbugging a fellow creature, all fool though he may be; (addressing the glass of spirit) my Evil Genius! help me to invoke Humbug to my aid.

Imperishable, Glorious and Immortal Humbug,

Hail ! Thee I invoke and charge thee to appear in the name of all thy favourite works ! Thy great men's promises, thy women's smiles, thy Municipa Corporation, thy social reformation, thy religious duty, thy political unity, thy charitable society—appear Humbug ! By thy universal brotherhood, thy patriotic mood, by lawyers' bills, by doctors' pills, by newspaper puffs and newspaper reports, by moral discipline and patent medicine, descend, Humbug, descend ! Lead on lead on Kalachand, I am possessed of Humbug !

কালা। চল সাহেব চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মাণিক্যধনের প্রবেশ)

মাণিক্য।- হালার পুত, তোর গর্বদারিণী আমার সোহোদর্ম্মিণী, আমি তোর জন্মদাতা, বালো গর দেহে দত্তক দিলাম, অ্যাহন টাহার মাচায় বোসে বাপেরে দাও খেদায়ে! আমার চেহারা নোংরা, আমায় বাসায় থাখলে হালার আমার অপমান অইব? গর্বস্রাব! বাপেরে বাপ বলতি সরম পায়, বাদীর বিটা রাজা অইবার তরে কোলকত্তায় আসছেন? ওরে রাজা অইয়ে কার মুণ্ড খরিদ করবা? কোম্পানীর গরে টাহা আমানত কল্লিই রাজপদ পায়, রাজা তো অ্যাহন সরকে গরাগরি খায়! হও হালা রাজা, চাদার খাতার তারায় তোমারে পিলুরি বানাইবে। ম্যাজাজ অইছে! হালার পুতির ম্যাজাজ অইছে! কোলকত্তার বদ্দর ব্যক্তির সাথে পোরচয় অইছে! বদ্দর ব্যক্তি হালার গত কুসবি! ও কৈডা আসে? ও কারা ওরা? আমাগোর পূর্ব্ব দেশীয়া স্ত্রীয়ালোক না দেহি—গঙ্গাচ্ছানে আসছে?

(কতকগুলি স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রবেশ)

(গীত)

(ওমা) গোঙ্গা তোর রাঙ্গাপায়ে দে জোননী স্থান।
পাপের বরা খালাস কোরে দেহ গো মা পেরাণ ॥
এক হাতে হঙ্ক বাজে, অইন্য হাতে গোণ্টা,
তপ কোরে বগীরথের হুকাইল কোণ্ঠা,
তবে মা তুই মর্ত্ত্যে আলি কর্ত্তি নরে তেরাণ ॥
বাজে ধুম্‌কিটীতাক্ ধা কিটীতাক্ ধা ঘেড়েনাক্ থুন্না—
কোরে দে কোরে দে মা গো পাপেতে ঘিন্না—
আম চুরি জাম চুরি কাঠাল চুরি—
আর বাদ্দর মাসে চাষের ক্ষ্যাতে করছি চুরি ধান ॥
উলু উলু উলু হক্কলেতে যাই, টুপা টুপ্ টুপ্ ডুব দিয়ে নাই,
পাপের মাথা চাবায়ে খাই কোরে গোঙ্গাচ্ছান ॥

১ম স্ত্রী। ও সুধারাম, কোর্ত্তার বাসার ঠিকানাটা কনে সুধাওনা, ঐ না, কে একজনা মানুষ দারায়ে রইছে?

সুধা। কারে কি পুছ করি? এ সহর কোলকত্তা, আমি ছ্যাইলে মানুষ, ছ্যাইলে দরায় দোরে নে যাবে।

১ম স্ত্রী। বালো বান্দরেরে সাথে কোরে আন্‌লা মনসাঠাক্‌রাণ।

মনসা। ঠাকুরকন্ঠা গোসা কর ক্যান্? তুমি না হয় পুছ কর, সুধারাম বিটা মানুষ মুখচোরা।

মাণিক্য। কন্ থে আসছো কও, তোমরা আপনারা? তত্ত্ব কর কার?

১ম স্ত্রী। আপনি তো ভ্যাশী মানুষ দেহি, কইতি পারেন আমাগোর কোর্ত্তা অ্যাহানে কনে বাসা করছেন?

মাণিক্য। কেডা তোমাগোর কোর্ত্তা?

১ম স্ত্রী। কোর্ত্তা, জমীদার মশা, নাম কই ক্যামনে?

মাণিক্য। নাম কবা না তো চিনমু ক্যামনে? একি তোমার বাঙ্গাল ত্থাশ? কোলকত্তায় কেডা কারে চিনে?

মনসা। সুধারাম! নামটি নি কও, কওনা মুরিঘাটার জমীদার।

মাণিক্য। মুরিঘাটার গাণিক্য! তোমরা তার কে বট?

১ম স্ত্রী। আমি তার বগী, আমরা সব গঙ্গাচ্ছানে আস্‌ছি, এই মনসা ঠাক্‌রাণ কত্রীও আস্‌ছেন।

মাণিক্য। অ্যা কল্লাম কি, কল্লাম কি! বিটার বোউরে মু ত্থাখালাম্? বিটার বোউরে মু ত্থাখালাম্? গাণিক্য যে আমার পুতি, আমি যে তার পুরাতন পিতে মাণিক্যদন মণ্ডল।

মনসা। ও ঠাকুরকন্যা কল্লাম বি, কল্লাম কি! ঠাকুর সামনে, পাছু ফিরতি কও পাছু ফিরতি কও!

১ম স্ত্রী। আরে কও কত্রী বৌ, আমি কই ক্যামনে? আমার তো গুরুয়া লোক।

মাণিক্য। বোধু ঠাক্‌রাণ কি গাণিক্যর বাসায় যাইবন? তা আমার পাছে পাছে আসেন। উনি আসছেন বরই ভাল অইছে, গাণিক্য হালার পুত এহেবারে জাহান্নমে যাতি বসছে, কোলকত্তার যত মাগীরে জুটাইছে, তারা হক্কলে উয়ারে রাজা বাহাদুর কয়, ও খ্যাপলো রাজা অইব, রাজা অইব কোরে।

মনসা। অ্যা! ও ঠাকুরকন্যা! ও ঠাকুর অইল কি! কোন্ হাবাতির পুতি আমার ছাতিতে বাতের হারা বাঙ্গলো! এমন বাইবাতান্নির বাই বাতারের আতেও পড়লাম, সহরে আসে আমার মুরাটা চাবায়ে খাইল।

১ম স্ত্রী। বাইরে, গাণিক্য রে! কোন্ ডাহিনী তোরে যাদু কল্লে রে! (সকলের রোদন)

মাণিক্য। আস আস অ্যাহানে কাদলে কি অইব? শাসন কর শাসন কর। আমার সাথে আস আমি সন্দান পাইছি, বিটা অ্যাহন সেই বুরী মাগীর গরে আইছে, আজ বোরদিন সাজগোজ করে তাম্‌সা দেখবার জন্য বার অইব; আস আস।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

পাঁচীবাইজীর বাড়ীর সম্মুখ।

দরওয়ান, বরকন্দাজগণ, বাঁশীমোহন, কীর্ত্তিবাস ইত্যাদি।

বাঁশী। আরে ও ব্রজবাসি সব বালো কোরে খারা হওনা, ও জমাদার সাব বরকন্দাজদেরে সব ঠিক কোরে লও, শ্রীযুতের আসবার সময় অইছে। কীর্ত্তিবাস খুরা আজ অইল কি! এমন দিন আর অবানা।

কীর্ত্তি। আমার গর্ব্বদারিণীরে দৈন্য, আমায় প্রোসব করছিলেন! জনম আজ সোফল অইল, কীর্ত্তিবাসের বাইগ্যে শ্রীযুত আজ রাজা অইধন; বাশীমোহন রে! (আলিঙ্গন)

বাঁশী। কীর্ত্তিবাস খুরা রে!

নেপথ্যে ভট্টা। জলের ঝারা দাও, জলের ঝারা দাও, খুঁটী ছাড় খুঁটী ছাড়।

কীর্ত্তি ও বাঁশী। বার অইছে, শ্রীযুতের বার অইছে।

(পূর্ণকুম্ভ হস্তে পাঁচীবাইজী, ভট্টাচার্য্য ও গাণিক্যধনের প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ বাহাদুরের জয় জয়কার!

ভট্টা। বাইজীমাসী বাইজীমাসী! আপনি আগে সামনে ঘট ধরুন, হুজুরের বেরিয়েই যেন পূর্ণকুম্ভে দৃষ্টি পড়ে।

পূর্ণকুম্ভে পড়ে দৃষ্টি।
রাজা হয় সাত গুষ্টি ॥

হুজুর দু'বার ডানপা বাড়ান, তিনবার বাঁপায়ে পেছুন, এই এই ঠিক হচ্ছে।

আগিয়ে দিয়ে দক্ষিণ পা।
যমের বাড়ী চলে যা ॥
নরকেও তার নাইকো ভয়।
হেঁকে ডেকে খনা কয় ॥

গাণিক্য। বাইজী আশীর্ব্বাদ কর মন্না, যেন বালয় বালয় মঙ্গলের হাস্রি হাসে তোমার দন তোমার কাছে আসি।

পাঁচী। আজা বাবু! আপনি আমায় ছেয়ে গেলে আমি কেমন কয়ে থাকবো?

গাণিক্য। আরে ছি ছি বাইজী তুমি অতি ছাইলা মানুষ, যাবার বেলা চক্ষির জল ফেলাইতে আছে!

পাঁচী। আজা বাবু! কত দেলি হবে?

গাণিক্য। বিলম্ব কি? এই যাইমু একবার উল্সন হোটোলে কেমন বাতি দেছে দেখমু, নিকটই চৈরঙ্গী, সাব বাড়ী যাইমু, সোনন্দ আনমু, তোমার অঞ্চলের দন গাণিক্য সত্য সত্যই রাজা অয়ে তোমারে আসে বুম্নিষ্ট অয়ে প্রণাম করবো।

পাঁচী। আজা বাবু! আমি উলসিনীর বায়ী আয়ো দেখতে যাব, আমায় ছঙ্গে নিয়ে যাবেনা? অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—(ক্রন্দন)

গাণিক্য। না মন্না তোমারে সাথে লয়ে সেথা কি যাতি

আছে, আমার বে-আবরু হবানা ; তুমি আমার ছাইলা মানুষ, সেথা সব সাব মেমের হল্লা, ঘোর গারীর ভির, শ্যাষ কি রাজা অইতে যাইয়ে তোমায় হারাইমু ।

পাঁচী। অ্যাঁ অ্যাঁ আমায় নিয়ে যাবেনা অ্যাঁ, আমি বুঝি পুতু কিনবোনা, খেয়া কল্লো না—

ভট্টা। (সুরে) পুতুল কিনে খেলা করে—

মাণিক্য। আরে চুপ্ দাও বট্টাচার্য্য, তোমার খোনা রাখ, একেতো ছাইলামানুষ আবদার লইছে, কোতো কোরে বুঝ 'পারাইছি, তুমি আবার শাস্ত্র কোয়ে নাচাইতে আরম্ভন করছো।

বাঁশী। বট্টাচার্য্য এক কোলকত্তার বাঙ্গাল, ব্যাকুব !

কীর্ত্তি। গাধা, বান্দর।

মাণিক্য। কীর্ত্তিবাস খুরা, তুমি হালা রা না কারি রতি পারনা ? ব্রাহ্মণেরে বান্দর কইলে গর্বস্রাব !

পাঁচী। আজা বাবু! আমায় খেন্না কিনে দেবে না ? তবে আমি কাঁদবো।

মাণিক্য। না মন্ন্যা কাঁদিস্ না, আমি আপন হাতে তোমার জন্য বালো বালো খেল্না আনবো, চুসী আনবো, ঝুম্ঝুমা আনবো, চিত্রকরা টীনের গারী আনবো, তুমি রসি বাঁধে বারাণ্ডায় টানি বারাইবে। হাঃ হাঃ হাঃ! বট্টাচার্য্য, বাঁশীমোহন, বাইজী আমার পাগল মায়ে, কও কি কীর্ত্তিবাস খুরা, এমন ছাইলা মানুষ দ্যাখছো ?

কীর্ত্তি। উজুর আমি তো দেহি নাই, আপনার গর্বের কন্যা হুন্দরী ঠাক্‌রাণ অপিক্ষাও আবদারে ছাইলে।

গাণিক্য। এই এতক্ষণে কীর্ত্তিবাস খুরা একটা কথার মত কথা কইলা, হালা দেহ তো এমন কথা কও আমি সন্তোষ আছি; এইবার বাইজী আশীর্ব্বাদ কর আমি যাত্রা করি।

পাঁচী। হুঁ হুঁ হুঁ, আমায় নে গেল না হুঁ হুঁ হুঁ, আমি একটা কাটের ঘোয়া কিনবো, একটা ঘন্তা কিনবো, একটা মুখোছ কিনে মুখে দিয়ে হাউম কোয়ে মাকে ভয় দেখাবো।

ভট্টা। (সুরে) আহা অমৃতং বাল ভাষিতং—কি মধুর!

কচি খুকি নেকি নেকি কথাগুলি কয়।

কাণে শোনে ভাগ্যিমানে অমনি রাজা হয়॥

পাঁচী। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, আমায় ভুইয়ে রেখে গেয় না, তবে ততক্ষণ তোমার ঐ গয়ার মুক্তোর মালা দাও, আমি খেয়া কোয়ে ভুয়ে থাকবো।

গাণিক্য। ওরে, মুক্তোর মালার জইন্য এত আবদার, তা মন্না বলনি, এই লও এই লও। কণ্ঠি দিলাম—কেমন? কি বল?

সকলে। কণ্ঠিইতো দিবন, কণ্ঠিইতো দিবন।

ভট্টা। হাঁ, দিন দিন পরিয়ে দিন—

গলায় দোলায় কণ্ঠহার—

নেপথ্যে স্ত্রীলোকগণ। ঝারু মার, ঝারু মার, ঝারু মার।

গাণিক্য। কেডা আসে ওল্লা কোরে?

(মাণিক্য, মনসাঠাকরুণ ও স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ)

মাণিক্য। আস পুতির বৌ আস, এই ত্থাহ হালার নাতি সেই বুরি মাগীর সাথে কণ্ঠিবদল করছে।

গাণিক্য। কও কোর্ত্তা বাবা, আমি শুব যাত্রা করছি, এহনি রাজা অইব,. তুমি কি গোল বাধাইতে আলে? এরা সব কারা?

মাণিক্য। তোর শাসনকর্ত্রী মনসা ঠাক্‌রাণ স্বয়ং গঙ্গা-চ্ছানে আসছেন; ই আর জন্মদাতা পিতে নয়, যে খাতি না দিয়ে খ্যাদাইয়ে দিবি, বিয়ে করা মাগু, ঝাক্কু মারবে আর কাণে পাক দিয়ে গুরাইবে।

[প্র

গাণিক্য। মনসা ঠাক্‌রাণ! গঙ্গাচ্ছানে আইছো ছান
[illegible] সুবকের উপর কি চলাচলি করবার আসছো;
[illegible] অইবারে যাত্রা কর্‌ছি।
[illegible] ইতাতারির বাই, কোলকত্তায় আসে ভ
রারী কর্‌ছো? আমার মাথা কচ্‌মচায়ে চাবায়ে খাইছো? চল পোরার মু বান্দর, তোমায় না ক্যাওরা-ডেঙ্গায় কাঠের আঙ্গরায় পোরাইমু, তোমায় দাহ কোরে আমার হঙ্ক ঘুচাইমু!

গাণিক্য। ত্যাহ মনসা ঠাক্‌রাণ, আমার রাগ চরাই আমার অ্যাহন রাজার মত ম্যাজাজ অইছে, অ্যাহনি জেরে কোয়ে তোমায় না ফাসি চরাইতে পারি।

মনসা। বিটাখাগির বিটা, সহরে আসে সিপুই মাগুরে ফাসি লাগাইবা কসবিরে পূজা কর্‌বা—ত্যাহ কারে ফাসি লাগায়!

(গাণিক্যধনের গলায় গামছা দিয়া বন্ধন)